কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও হত্যা প্রযোজ্য, এবং কেন?

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) সেই সকল পথভ্রষ্ট, মুনাফিক ও সালাফি দাওয়াতের মিথ্যা দাবীদারদের প্রতি চরম আঘাত হেনেছেন যারা জিহাদের রাস্তায় অনর্থক বাঁধার সৃষ্টি করে এবং জিহাদের কর্তব্যকে অবহেলা কিংবা অস্বীকার করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) তাঁর মাজমু' আল ফাতাওয়াতে (খন্ডঃ ২৮, পৃষ্টাঃ ৩৪৫) বলেছেন,

فَكُلُّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَهُ بِهِ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُ { حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ } . وَلِأَنَّ اللَّهَ لَمَّا بَعَثَ نَبِيَّهُ وَأَمَرَهُ بِدَعْوَةِ الْخَلْقِ إلَى دِينِهِ : لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي قَتْلِ أَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ وَلَا قِتَالِهِ حَتَّى هَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ فَأَذِنَ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } { الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } { الَّذِينَ إنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } . ثُمَّ إنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } . وَأَكَّدَ الْإِيجَابَ وَعَظَّمَ أَمْرَ الْجِهَادِ فِي عَامَّةِ السُّوَرِ الْمَدَنِيَّةِ وَذَمَّ التَّارِكِينَ لَهُ وَوَصَفَهُمْ بِالنِّفَاقِ وَمَرَضِ الْقُلُوبِ فَقَالَ تَعَالَى : { قُلْ إنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } . وَقَالَ تَعَالَى : { إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } وَقَالَ تَعَالَى : { فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ } { طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ } { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ } . فَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ .

আল্লাহর দ্বীনের যে বাণী সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হয়েছেন, যাদের কাছেই সেই বাণী পৌঁছেছে অথচ তারা তা গ্রহন করেনি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়[১] **"...যে পর্যন্ত না ফিত্‌নার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"** – সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত: ১৯৩

---

[১] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى

আল্লাহ যখন তাঁর রাসূলকে এই আদেশ সহকারে প্রেরণ করলেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সৃষ্টিসমূহকে তাঁর দ্বীনের দিকে আহবান করবেন, তখন তিনি তাঁর রাসূলকে মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধের অনুমতি দেন নি। হিজরতের পরই আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুমিনদের অনুমতি দিয়ে বলেন,

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে; আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক হলো আল্লাহ; আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে আরেকদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খ্রীষ্টান-সংসার বিরাগীদের উপাসনার স্থান, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়; আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন মানুষ যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।" - সূরাহ্ আল হাজ্জ্ব, আয়াত: ৩৯-৪১

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে জিহাদকে বাধ্যতামূলক করে দিয়ে বলেন,

"তোমাদের উপরে যুদ্ধ-জিহাদ ফরয করা হয়েছে অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়। তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।"– সূরাহ্ আল বাকারাহ্, আয়াত: ২১৬

আল কোরআনের অসংখ্য মাদানী সূরায় জিহাদের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর যারা এই কর্তব্য বর্জন করে, তাদের প্রতি রয়েছে ভৎসনা। আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাদের হৃদয় নিফাক ও অসুস্থতায় জর্জরিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী। বলোঃ যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করছো, আর ঐ ব্যবসা যাতে তোমরা মন্দা

"আমাকে লোকেদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। যেই ব্যক্তি তা করবে তার জান ও মাল আমার থেকে সুরক্ষিত, শুধু তা ছাড়া যার ওপর আল্লাহর হক্ব আছে, এবং তার হিসাব আল্লাহর কাছে।" – সহীহ বুখারী: ২৯৪৬, সহীহ মুসলিম: ২১।

পড়বার আশংকা করছো এবং ঐ গৃহসমূহ যা তোমরা পছন্দ করো, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর নির্দেশ (অর্থাৎ আল্লাহর আযাব) আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"– সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্,আয়াত: ২৩-২৪

তিনি আরও বলেন,

"তারাই প্রকৃত ঈমানদার, যারাআল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে; তারাই সত্যনিষ্ঠ।" – সূরাহ আল হুজুরাত, আয়াত: ১৫

তিনি অপর জায়গায় বলেছেন,

"যারা ঈমান এনেছে, তারা বলে: একটি সূরাহ্ নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরাহ্ নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়,তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যু ভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। তাদের জন্য উত্তম ছিল আনুগত্য করা এবং ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। অতঃপর জিহাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে তারা যদি আল্লাহর সাথে সততার সম্পর্ক রক্ষা করে, তবে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হবে। ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।" – সূরাহ্ মুহাম্মাদ, আয়াত: ২০-২২

অনুরূপ অসংখ্য আয়াত আছে পবিত্র কোরআন শরীফে।

শাইখুল ইসলাম (রঃ) আরো বলেন,

وَكَذَلِكَ تَعْظِيمُهُ وَتَعْظِيمُ أَهْلِهِ فِي " سُورَةِ الصَّفِّ " الَّتِي يَقُولُ فِيهَا : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } { تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } { يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } { وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } . وقَوْله تَعَالَى { أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } { الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ } { يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ } { خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } . وقَوْله تَعَالَى { مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } . وَقَالَ تَعَالَى : { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ

عَدُوٍّ نَيْلًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ } { وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } . فَذَكَرَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَمَا يُبَاشِرُونَهُ مِنْ الْأَعْمَالِ .

وَالْأَمْرُ بِالْجِهَادِ وَذِكْرُ فَضَائِلِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ . وَلِهَذَا كَانَ أَفْضَلَ مَا تَطَوَّعَ بِهِ الْإِنْسَانُ وَكَانَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلَ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمِنْ الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالصَّوْمِ التَّطَوُّعِ . كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ } وَقَالَ : { إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ وَالدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ : { مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ . وَإِنْ مَاتَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي السُّنَنِ : { رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازِلِ } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَد : { حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ : { أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا تَسْتَطِيعُ . قَالَ : أَخْبِرْنِي بِهِ ؟ قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَصُومَ لَا تُفْطِرُ وَتَقُومَ لَا تَفْتُرُ ؟ قَالَ لَا . قَالَ : فَذَلِكَ الَّذِي يَعْدِلُ الْجِهَادَ } . وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ سِيَاحَةٌ وَسِيَاحَةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } . وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ لَمْ يَرِدْ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَفَضْلِهَا مِثْلُ مَا وَرَدَ فِيهِ .

আল্লাহ তাআলা যেমন জিহাদকে মহিমান্বিত করেছেন, তেমনি এতে অংশগ্রহণকারীদেরও করেছেন সম্মানিত। সূরাহ্ আস সফ এ তিনি বলেন,

“হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে৷ এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা জানতে! তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং প্রবেশ করাবেন স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য। এবং তিনি আরও দান করবেন একটি অনুগ্রহ, যা তোমরা পছন্দ করো। তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়৷ মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন৷” – সূরাহ আস্ সফ, আয়াত: ১০-১৩।

তিনি বলেন,

“তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ করানোকে এবং মসজিদুল-হারামের আবাদ (রক্ষণাবেক্ষন করে) রাখাকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ-জিহাদ করেছে? এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না৷ যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর নিকট বড় মর্যাদাবান, আর তারাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম৷ তাদের পরওয়ারদেগার তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তি৷”– সূরাহ আত-তাওবাহ্‌, আয়াত: ১৯-২১।

এবং আল্লাহর আয়াত,

“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, তবে (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই) অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।”– সূরাহ আল মায়িদাহ, আয়াত: ৫৪।

এবং

“মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের পক্ষে সমীচিন নয় আল্লাহর রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে পিছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা। এটা এই কারণে যে, আল্লাহর রাস্তায় তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, আর শত্রুপক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়, তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্য এক একটি নেক আমল লিখা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেননা। আর ছোট-বড় যা কিছু তারা ব্যয় করেছে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তা সবই তাদের নামে লিখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন৷” -সূরাহ্‌ আত্‌ তাওবাহ্‌, আয়াত**:** ১১৯-১২০

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সেই নিয়ামতগুলোকেই বর্ণনা করা হয়েছে যা ঈমানদারগণ তাদের আমলের মাধ্যমে অর্জন করেছেন, আর আখিরাতে তাদের কাজের উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, আর কোরআন এবং সুন্নাহতে গণনার অধিক জিহাদের বিষয়াবলী ও তার নৈতিক উৎকর্ষতার বর্ণনা করা হয়েছে। আর জিহাদই হচ্ছে সেই বিষয় যেখানে মানুষ তার ক্ষমতার অতিরিক্ত অনেক পূন্যময় কাজ সম্পন্ন করতে পারে৷ আর এ ব্যাপারে ইসলামের সকল

আলেমই নির্বিশেষে একমত হয়েছেন যে, হজ্জ্ব, উমরা, নফল নামাজ বা রোজার চেয়ে জিহাদ অনেক বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ইবাদত, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে কোরআন এবং সুন্নাহ এর মাধ্যমে। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিহাদের প্রতি এত অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"সকল বিষয়ের চূড়ান্ত হচ্ছে আল-ইসলাম, এর খুঁটি হল নামাজ, আর এর ছাদ হচ্ছে জিহাদ।"[২]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয়ই জান্নাতের বাগানে আছে একশতটি স্তর। এক স্তর থেকে অন্যটির ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যে ব্যবধানের সমান।আল্লাহ এই স্তরগুলো সুপ্রশস্ত করেছেন খাস করে জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের জন্য।"[৩]

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, "যেই ব্যক্তির পা দু'টি আল্লাহর পথে জিহাদে ধূলায় ধূসরিত হয়েছে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুনের স্পর্শ নিষিদ্ধ করেছেন।"[৪]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন,

"এক রাত ও এক দিন আল্লাহর পথে রিবাত (পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকা) এক মাসের নামাজ ও রোজার চেয়েও উত্তম। রিবাতে থাকা অবস্থায় কারও মৃত্যু হলে আল্লাহ তার হিসাবে জীবিত থাকলে সে যা আমল/ইবাদাত করতো তার সওয়াব লিখে দিবেন, তাকে সর্বোত্তম সংস্থান প্রদান করবেন এবং কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করবেন।"[৫]

সুনান সমূহে বর্ণিত আছে, "আল্লাহর রাহে এক দিন রিবাতে থাকা অন্য কোথাও এক হাজার দিন স্থায়ী হওয়ার চেয়ে উত্তম।"

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দুই প্রকৃতির চোখকে কখনও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না – যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ও বিনম্রতায় কাঁদে, এবং যে চোখ আল্লাহর পথে রিবাতে রাত্রি কাটিয়ে দেয়।"[৬]

ইমাম আহমদের মুসনাদে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত আছে যে, "আল্লাহর রাহে রিবাতে এক রাত কাটানো এক হাজার রাত নামাজ ও এক হাজার দিন রোজার চেয়েও উত্তম।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে,

---

[২] ইমাম তিরমিজি ও ইমাম আহ্‌মদ বর্ণিত এই হাদীসটি জয়ীফ, এর ইসনাদ দুর্বল কিন্তু এর অর্থ সঠিক।

[৩] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

[৪] সহীহ বুখারী

[৫] সহীহ মুসলিম

[৬] সুনান তিরমিজি

"এক ব্যক্তি রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন কোন আমলের ব্যাপারে অবহিত করুন যা আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য।' রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন, *'সেটা করার ক্ষমতা তোমার নেই।'* লোকটি বললেন, 'তবু আমাকে বলেন।' রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'একজন জিহাদে যাওয়ার সময় থেকে শুরু করে অবিরত রোজা রাখা এবং নিরন্তর নামাজ পড়তে পারবে তুমি?' লোকটি বলল, 'না'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন, 'এটাই জিহাদের সমতুল্য'।"

সুনানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, "প্রত্যেক উম্মাতের ভ্রমণ আছে, আর আমার উম্মাতের ভ্রমণ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।"

জিহাদের বিষয়টি এতটাই ব্যপক ও বিস্তৃত, আর কোনও আমল বা ইবাদাত এতটা পুরস্কৃত বা গুণান্বিত নয়।

শাইখুল ইসলাম (রঃ) আরো বলেন (খন্ডঃ ২৮, পৃষ্টাঃ ৩৫৩),

وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ الِاعْتِبَارِ فَإِنَّ نَفْعَ الْجِهَادِ عَامٌّ لِفَاعِلِهِ وَلِغَيْرِهِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَمُشْتَمِلٌ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِخْلَاصِ لَهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَتَسْلِيمِ النَّفْسِ وَالْمَالِ لَهُ وَالصَّبْرِ وَالزُّهْدِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ : عَلَى مَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ عَمَلٌ آخَرُ . وَالْقَائِمُ بِهِ مِنْ الشَّخْصِ وَالْأُمَّةِ بَيْنَ إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ دَائِمًا . إمَّا النَّصْرُ وَالظَّفَرُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ وَالْجَنَّةُ . فَإِنَّ الْخَلْقَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ مَحْيَا وَمَمَاتٍ فَفِيهِ اسْتِعْمَالُ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ فِي غَايَةِ سَعَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَفِي تَرْكِهِ ذَهَابُ السَّعَادَتَيْنِ أَوْ نَقْصُهُمَا ؛ فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَرْغَبُ فِي الْأَعْمَالِ الشَّدِيدَةِ فِي الدِّينِ أَوْ الدُّنْيَا مَعَ قِلَّةِ مَنْفَعَتِهَا فَالْجِهَادُ أَنْفَعُ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ عَمَلٍ شَدِيدٍ وَقَدْ يَرْغَبُ فِي تَرْفِيهِ نَفْسِهِ حَتَّى يُصَادِفَهُ الْمَوْتُ فَمَوْتُ الشَّهِيدِ أَيْسَرُ مِنْ كُلِّ مِيتَةٍ وَهِيَ أَفْضَلُ الْمِيتَاتِ .

"জিহাদের উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য, কেননা আল-জিহাদের মাধ্যমে যে কল্যাণ অর্জিত হয় তা যে জিহাদ করে আর যে করে না তারা উভয়েই ভোগ করে, হোক তা জাগতিক বা পরলৌকিক। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে বিভিন্ন ধরনের ইবাদাত ও আমল, যা আত্মিক ও বাহ্যিক, কেননা এতে আছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ, ইখলাস (আন্তরিকতা), তাওয়াক্কুল (পরিপূর্ণ নির্ভরতা), জান ও মালের সম্পূর্ণ সমর্পণ, ধৈর্যশীল অধ্যাবসায়, পার্থিব বিষয়ে সংযম, আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আরও অনেক ইবাদাত যা অন্য কোনও আমলে এভাবে জড়িয়ে নেই।"

জিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তি ও উম্মাতের সর্বদা দু'টি পরিণামই থাকবে – আল্লাহর সাহায্য এবং সামরিক বিজয়, নতুবা শাহাদাত এবং জান্নাতের বাগানসমূহ। জীবন ও মৃত্যু মানবজাতির জন্য অবধারিত। কিন্তু জিহাদের দ্বারা পৃথিবীর জীবন ও আখিরাতের জীবন দুটোই কল্যাণময় হয়। অপরদিকে জিহাদ পরিহারের ফলে কল্যাণ হারিয়ে যায় নয়তো হ্রাস পায়।

অনেকেই তাদের পার্থিব ও আত্মিক জীবনে কঠোর আমল করার ইচ্ছে পোষণ করে, অথচ এসব আমল কদাচিৎ সাফল্য বয়ে আনে। অপরপক্ষে জিহাদ তাদের অন্য সব আমলের চেয়ে অধিক কার্যকর। অনেকে জিহাদে নিবিষ্ট হয় সহজ মৃত্যুর আশায়, কেননা জিহাদে মৃত্যু সবচেয়ে কম বেদনাদায়ক[৭], এবং সবচেয়ে বেশী সদগুণ-সম্পন্ন।[৮]

শাইখুল ইসলাম (রঃ) আরো বলেন,

وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْقِتَالِ الْمَشْرُوعِ هُوَ الْجِهَادُ وَمَقْصُودُهُ هُوَ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ هَذَا قُوتِلَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمُمَانَعَةِ وَالْمُقَاتِلَةِ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالرَّاهِبِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَنَحْوِهِمْ فَلَا يُقْتَلُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ؛ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَرَى إبَاحَةَ قَتْلِ الْجَمِيعِ لِمُجَرَّدِ الْكُفْرِ ؛ إلَّا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ ؛ لِكَوْنِهِمْ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ . وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ هُوَ لِمَنْ يُقَاتِلُنَا إذَا أَرَدْنَا إظْهَارَ دِينِ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ قَدْ وَقَفَ عَلَيْهَا النَّاسُ . فَقَالَ : مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ } { وَقَالَ لِأَحَدِهِمْ : الْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ : لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا } . وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : { لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً } . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ مِنْ قَتْلِ النُّفُوسِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي صَلَاحِ الْخَلْقِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ } . أَيْ أَنَّ الْقَتْلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَرٌّ وَفَسَادٌ فَفِي فِتْنَةُ الْكُفَّارِ مِنْ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ فَمَنْ لَمْ يَمْنَعْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ إقَامَةِ دِينِ لِلَّهِ لَمْ تَكُنْ مَضَرَّةُ كُفْرِهِ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ : إنَّ الدَّاعِيَةَ إلَى الْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ

---

[৭] হাদীস সংকলনে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "শহীদ মৃত্যুর যন্ত্রণা একটুও অনুভব করে না, শুধু পোকার কামড়ের সমান সামান্য ব্যাথা ছাড়া।"

[৮] শহীদের মাহাত্ম্যগুলো হচ্ছে,

- তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে
- ফেরেশতাগণ তাদের ডানার ছায়ায় শহীদকে আবৃত করে রাখবেন
- শাহাদাত জান্নাতের নিশ্চয়তা
- কেয়ামতের দিন পর্যন্ত শহীদ সবুজ পাখির ভেতর থাকবে
- কবরের শাস্তি শহীদ পাবে না (যদি না কোনও অপরিশোধিত দেনা থেকে থাকে)
- কেয়ামতের শিঙার আতঙ্ক থেকে শহীদ রক্ষিত
- একজন শহীদ তার পরিবারের ৭০ জন সদস্যের পক্ষ হয়ে শাফায়াত করতে পারবেন
- কিয়ামাতের দিন আতঙ্কের পরিবর্তে শহীদ অসাধারণ শান্তি অনুভব করবেন
- ফেরেশতাগণ অনবরত শহীদের সাথে সাক্ষাত করে ও তাদের অভিবাদন জানায়

لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يُعَاقَبُ بِمَا لَا يُعَاقَبُ بِهِ السَّاكِتُ . وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ : { أَنَّ الْخَطِيئَةَ إذَا أُخْفِيَتْ لَمْ تُضَرَّ إلَّا صَاحِبَهَا ؛ وَلَكِنْ إذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتْ الْعَامَّةَ } . وَلِهَذَا أَوْجَبَتْ الشَّرِيعَةُ قِتَالَ الْكُفَّارِ وَلَمْ تُوجِبْ قَتْلَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ ؛ بَلْ إذَا أُسِرَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي الْقِتَالِ أَوْ غَيْرِ الْقِتَالِ مِثْلَ أَنْ تُلْقِيَهُ السَّفِينَةُ إلَيْنَا أَوْ يَضِلَّ الطَّرِيقَ أَوْ يُؤْخَذَ بِحِيلَةِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِيهِ الْإِمَامُ الْأَصْلَحَ مِنْ قَتْلِهِ أَوْ اسْتِعْبَادِهِ أَوْ الْمَنِّ عَلَيْهِ أَوْ مُفَادَاتِهِ بِمَالِ أَوْ نَفْسٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَرَى الْمَنَّ عَلَيْهِ وَمُفَادَاتَهُ مَنْسُوخًا .

فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسُ فَيُقَاتَلُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ . وَمَنْ سِوَاهُمْ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ إلَّا أَنَّ عَامَّتَهُمْ لَا يَأْخُذُونَهَا مِنْ الْعَرَبِ

“যেহেতু শরীয়ত নির্ধারিত যুদ্ধের ভিত্তি হচ্ছে জিহাদ, এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত করা[৯], আর আল্লাহর কালিমাকে (তাওহীদ) সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করা[১০], তাই যে কেউ তাতে বাঁধাদান করবে তার বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাত সম্পূর্ণরূপে একমত। আর কাফিরদের মধ্যে যারা বিরুদ্ধচারণ করছে না কিংবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়ছে না – যেমন: নারী, শিশু, পুরোহিত, বৃদ্ধ, অন্ধ, দুর্বল ও অনুরূপ – তাদের বিরুদ্ধে লড়া যাবে না, যদি না তারা তাদের কাজ (যারা লড়াই করছে তাদের সাহায্য করা) ও কথা (প্রচারণা ও প্রণোদন) দ্বারা মুসলিমদের বিরুদ্ধাচারণে প্রবৃত্ত হয়।”

উলামাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন নারী ও শিশু ব্যতীত সবার বিরুদ্ধেই লড়া যাবে, কেননা এরা জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত গনিমত অর্থাৎ মুসলিমদের সম্পদে পরিণত হয়। তবে প্রথম অভিমতটিই সঠিক, কারণ শরীয়ত মোতাবেক লড়াই শুধু তাদেরই বিরুদ্ধে প্রযোজ্য যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে মুসলমানদেরকে বাঁধা দেয়।

যেমন আল্লাহ বলেছেন,

---

[৯] আল্লাহ তাআলা বলেন,

" وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, "

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফিত্‌নার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিতহয়।”– *সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত* ১৯৩

[১০] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»”

“যে আল্লাহর দ্বীনকে শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জিহাদ করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথে আছে।” (সর্বসম্মত হাদীস)

“আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে। অবশ্য কারোও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” – সূরাহ আল বাকারাহ্, আয়াত: ১৯০।

হাদীস সংকলনে নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, “একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধক্ষেত্রে এক নারীর মৃতদেহ দেখে লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘এ তাদের মধ্যে নয় যাদের হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত।’ অতঃপর তিনি একজনকে বললেন খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে পৌঁছে তাকে বলতে যেন তিনি যেন নারী ও শিশুদের ও দাসদের হত্যা না করেন।” [মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৮৮] অন্য রেওয়ায়েত এ আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘অতিবৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের হত্যা করো না।’[১১]

এ কারণে সৃষ্টির কল্যাণ হয় এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ হত্যার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেন,

“...বস্তুতঃ ফিতনা ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।...” – সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত ১৯১

সুতরাং, হত্যায় ক্ষতি ও অপকারিতা অবশ্যই আছে। কিন্তু কাফিরদের ফিত্না (আল্লাহর দ্বীনকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টা), তার ক্ষতি ও তার অশুভ প্রভাব অনেক বেশী। যে কাফের বা অন্য কোন পাপকারী ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় বাঁধা সৃষ্টির কাজে সক্রিয় নয় সে শুধু নিজের ক্ষতি করছে, যেমনটি উলামাগণ বলেছেন, যে বেদাতকারী অন্যকে কুরআন ও সুন্নাতের বাইরে যাওয়ার প্ররোচনা দেয় তার শাস্তি একান্তে বেদাতকারীর শাস্তির মতো নয়। হাদীসে এসেছে, গুনাহকারী একান্তে গুনাহ করলে সে শুধু তার নিজেরই ক্ষতি বয়ে আনে, আর যে প্রকাশ্যে গুনাহ করে আর তাকে বাঁধা দেওয়া হয় না, সে পুরো সমাজের ক্ষতি করে।

এজন্যে শরীয়ত কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধ্যতামূলক করেছে, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীদের হত্যার অনুমতি দেয় নি। সুতরাং কেউ যদি যুদ্ধরত অবস্থায় বা অন্য কোন অবস্থায় বন্দী হয়, যেমন – জাহাজ ডুবে যাওয়ার কারণে বা পথ হারিয়ে বা যদি তাকে কৌশলে বন্দী করা হয়, তবে ইমামই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন – তাকে হত্যা করা হবে, নাকি বন্দী করা হবে, নাকি মুক্তি দেয়া হবে, নাকি মুক্তিপণ হিসেবে সম্পদ বা অন্য কাউকে বদলী গ্রহন

---

[১১] তাই সংক্ষেপে, যেসব নারী ও শিশু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে না বা বাঁধার সৃষ্টি করছে না, তাদের হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত নয়, এবং তারা মুসলমানদের সম্পদে (গনিমত) পরিণত হয়। আর যেসব নারী ও শিশু লড়াইয়ে যোগ দেয় এবং বাঁধার সৃষ্টি করে তাদের যুদ্ধরত বিবেচনা করেই হত্যা করতে হবে। এটাই আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের উলামাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমত।

করে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। এটা উলামাদের সর্বসম্মত অভিমত এবং কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা তা প্রমানিত। কোনও কোনও উলামাগণ অবশ্য বলেন যে, মুক্তিপণের নিয়মটি বাতিল করা হয়েছে।

সুতরাং এভাবে আহলে কিতাব (ইহুদি ও নাসারা) ও মাজুসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে যতক্ষণ না তারা ইসলামকে তাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে, অথবা **"যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে"**– সূরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত ২৯। [১২]

---

[১২] ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আল্লাহ বলেন,

﴿حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ﴾ – (যতক্ষণ তারা জিযিয়া দিতে সম্মত না হয়) তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে,

﴿عَن يَدٍ﴾ – (এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যের সাথে) পরাজয় ও আত্মসমর্পণের সাথে,

﴿وَهُمْ صَـغِرُونَ﴾ – (আর নিজেদের পরাভূত অনুভব করে) অপদস্থ, অবনমিত ও তুচ্ছ।

সুতরাং মুসলমানরা যিম্মার অধীনস্তদের সম্মানিত কিংবা মুসলমানদের চেয়ে উন্নিত করতে পারবে না। কারণ যিম্মার অধীনস্তরা অবনমিত, অপদস্থ ও অবজ্ঞাত।

ইমাম মুসলিম (রঃ) আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে লিপিবদ্ধ করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِه»

"ইহুদী ও নাসারাদের উদ্দেশ্যে সালামের প্রবর্তন করো না। আর পথে তাদের দেখলে সংকীর্ণতম অংশে তাদের ঠেলে দাও।"

এসব কারণেই আমীর-উল-মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দাবি করেন খ্রীষ্টানরা যেন তার জিযিয়ার বিনিময়ে প্রতিরক্ষার সেই খ্যাতনামা শর্তাবলী মেনে চলে। এই সেই শর্তাবলী যা তাদের অপদস্থ, অবনমিত ও গ্লানিময় অস্তিত্ব অব্যাহত থাকা নিশ্চিত করে।

হাদীসের ইমামগণ আব্দুর রহমান বিন গানাম আল-আশআরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের জন্য শামের খ্রীষ্টানদের সাথে শান্তিচুক্তির শর্তাবলীতে লিখলাম,

আল্লাহর নামে, যিনি সকল রহমতের অধিকারী ও প্রদানকারী।

এটি আল্লাহর বান্দা উমর, আমীর-উল-মুমিনীনের প্রতি অমুক শহরের খ্রীষ্টানদের পক্ষ থেকে দলিল। যখন তোমরা (মুসলমানরা) আমাদের কাছে এসেছ, আমরা নিজেদের, আমাদের শিশুদের, আমাদের সম্পদ ও আমাদের ধর্মের আনুসারীদের জন্য নিরাপত্তার আর্জি করেছি।

আমরা নিজেদের ওপর শর্ত আরোপ করেছি যে, আমাদের এলাকায় আশ্রম, গির্জা কিংবা পুরহিতদের বাসস্থান গড়বো না, এবং পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন এরকম উপাসনালয় পুনঃনির্মাণ করবো না। এসকল স্থান মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবো না।

অন্যান্যদের কাছ থেকে (পৌত্তলিক, সাবিয়ান) জিযিয়া আদায় করা হবে কি না সে ব্যাপারে উলামাগণ ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন, তবে অধিকাংশ উলামাগণই রায় দিয়েছেন যে এদের কাছ থেকে জিযিয়া নেওয়া হবে না।

কোনও মুসলমানকে আমাদের গির্জাসমূহে বিশ্রাম নিতে বাঁধা দেবো না, তারা দিনে আসুক বা রাতে। আমাদের উপাসনালয়ের দরজা পথিক ও ভ্রমণকারীদের জন্য সর্বদা খোলা থাকবে। অতিথি মুসলমানদের জন্য থাকবে তিন দিনের খাবার ও আবাস। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর আমাদের বাড়ি বা গির্জায় আশ্রয় পাবে না। আমরা মুসলমানদের প্রতি গুপ্ত প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করবো না।

আমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেবো না, প্রকাশ্যে শিরক চর্চা করবো না, অন্যকে শিরকে আমন্ত্রণ করবো না, কিংবা আমাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তাকে বাঁধা দেবো না।

আমরা মুসলমানদের সম্মান করে চলবো, আমাদের বসার স্থানে তারা বসতে চাইলে স্থান ছেড়ে দেবো। তাদের পোশাক-আশাক, টুপি, আমামা, জুতা, চুল, কথার ধরন, ডাকনাম কিংবা পুরো নাম নকল করবো না। ঘোড়ায় চড়া, কাঁধে অস্ত্র রাখা, অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা ও বহন করা থেকে বিরত থাকবো। আমাদের মুদ্রণ আরবীতে রুপান্তর করবো না বা মদ বিক্রি করবো না।

আমাদের সামনের অর্ধেক চুল মুণ্ডিত করে রাখবো, যেখানেই থাকি আমাদের প্রচলিত পোশাক পরিধান করবো। কোমরে কটিবন্ধ বাধবো, গির্জার বাইরে ক্রস ঝোলাবো না, আর এসব এবং আমাদের গ্রন্থসমূহ প্রকাশ্যে মুসলমানদের বাজার বা মেলায় প্রদর্শন করবো না।

আমরা একান্তে ছাড়া গির্জার ঘন্টা বাজাবো না। গির্জায় মুসলমানদের উপস্থিতিতে আমাদের পবিত্র গ্রন্থ পড়ার সময় বা সৎকারের প্রার্থনায় গলা উঁচু করবো না। সৎকার যাত্রায় মুসলমানদের বাজার বা মেলায় মশাল জালবো না। আমাদের মৃতদের মুসলমানদের কবরের পাশে দাফন করবো না, মুসলমানদের বন্দী করা দাসদাসী ক্রয় করবো না।

আমরা মুসলমানদের জন্য পথপ্রদর্শক হবো, আর মুসলমানদের বাসস্থানের একান্ততা খণ্ড করবো না। এই দলিল উমরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দেওয়ার পর তিনি যোগ করলেন, আমরা কোনও মুসলমানকে আঘাত করবো না।

এসব শর্ত আমরা নিজেদের ওপর আর আমাদের ধর্মের অনুসারীদের ওপর আরোপ করেছি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার বিনিময়ে। এসব অঙ্গীকার যা আমরা নিজেদের ভালোর জন্যই করেছি, এর কোনটি যদি খেলাপ হয় তবে যিম্মার প্রতিশ্রুতি খণ্ডিত হবে, আর অমান্যকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য সব ব্যবস্থা আপনারা নিতে পারবেন।

ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) আরও উল্লেখ করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজরের মাজুসীদের ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার কিছু মানুষের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করতেন।